গাংনীতে ভ্যান চুরির অভিযোগে একজন আটক

ভ্যান চুরির অভিযোগে শরিফুল ইসলাম (৩৫) নামের একজনকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ অভিযান ।

শরিফুল ইসলাম গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের কাজিপাড়া এলাকার সদর আলীর ছেলে।

আজ শনিবার (১৮ জুন) দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম এ উপজেলার বামন্দী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভ্যান চুরিসহ বিভিন্ন চুরির অভিযোগ রয়েছে। আজ তাকে অভিযান চালিয়ে ভ্যান চুরির অভিযোগে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছ।

হানিফ উদ্দীনের বারী-৮ উফশী মসুর বীজ সাড়া জাগাচ্ছে

একজন সফল কৃষক ও বীজ উদ্যোক্তা গাংনীর হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মো: হানিফ উদ্দীন। তিনি নিবীড় পরশে উৎপাদন করছেন বারী ৮ উফশী জাতের মসুর বীজ।

হানিফ উদ্দীনের উৎপাদিত বারী ৮ উফশী জাতের মসুর বীজ এলাকার চাষীদের মাঝে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। মো: হানিফ উদ্দীন এলাকার একজন সফল কৃষক। তিনি কলা, গম, ভূট্টা, ধানসহ অন্যান্য চাষ করেন। এরপর শুরু করেছেন মসুর বীজ উৎপাদন ও বিপণন। এখন তিনি মসুর বীজ উৎপাদন ও প্যাকেটজাত করে তা বাজারজাত করছেন। তাঁর উৎপাদিত এ বীজ গাংনী উপজেলার গন্ডি ছাড়িয়ে পাশের জেলা ও উপজেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন প্রতিবছর শুধু ২২ মেট্রিক টন মসুর বীজই উৎপাদন ও বাজারজাত করছেন

হানিফ।

হানিফ উদ্দীনের সাথে কথা হয় মেহেরপুর প্রতিদিনের। তিনি বলেন, আমি কৃষকের সন্তান। ছোট বেলা থেকেই আমি কৃষি কাজকে পেশা হিসেবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । প্রথম থেকেই আমি ধান, গম, ভূট্টা, কলাসহ অন্যান্য চাষের প্রতি ঝুঁকে পড়ি। চাষ করতে গিয়ে ভালো বীজের সংকট দেখতে পাই। বাজারে ভালো বীজের সংকট দেখে হানিফ উদ্দীনের মাথায় প্রশ্ন জাগে, সরকার ও বিভিন্ন কোম্পানি যে বীজ বিক্রি করে, তা কোথা থেকে আসে।

প্রায় ১৫ বছর আগে কৃষি অফিসের আইপিএম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদনের আইডিয়া পাই। এরপর ১০ বছর যাবৎ বিভিন্ন বীজের উৎপাদন শুরু করি ২০১৭ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে বীজ উৎপাদনের কথা চিন্তা করি। যেই চিন্তা, সেই কাজ। শুরু করি মসুরী বীজ উৎপাদন। প্রথমবারই ভালো বীজ উৎপাদন করি। দেখি বাজারে বীজের চাহিদা ও দাম দুটোই ভাল। প্রথমবারেই লাভ হয় ।
গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস ও স্থানীয় উপসহকারী কৃষি অফিসারের কাছে জানতে পারেন কীভাবে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা যায়, কীভাবে বীজ উৎপাদনের লাইসেন্স পাওয়া যায়, সেসব বিষয়। এরপর নিজের অভিজ্ঞতা ও কৃষি বিভাগের পরামর্শে শুরু করেন বীজ উৎপাদন।

হানিফ উদ্দীন বলেন, ‘বীজ উৎপাদনের পর তা আমার নিজের বাড়িতে রেখে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বিক্রি শুরু করি। কৃষকও তাঁর বীজ ব্যবহার করে ভালো ফলন পেতে শুরু করেন।’

গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের ফরিদ হোসেন হানিফ উদ্দীনের প্যাকেটজাত বীজ কিনে প্রথম মসুর চাষ করেন। তিনি বলেন এই বীজ গুণগত মানে অতুলনীয়। শতকরা ৮০ ভাগের বেশী বীজ অঙ্কুরিত হয়। এছাড়া ফলনও ভাল।তিনি বলেন, এখন আমার এলাকার কৃষক মতিয়ার রহমান, ডালিম হোসেনসহ ৭/৮ জন কৃষক হানিফ উদ্দীনের বীজ কিনে জমিতে বুনছেন।

হানিফ উদ্দীনের নিজ গ্রামের কৃষক আবু সালেহ বলেন, ‘তার কাছ থেকে বীজ নিয়ে কখনো ঠকিনি। তিনি বলেন, আমরা তাকে সব সময় কাছে পাই। বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সে আমাদের সহায়তা করে। কিছু বাকিতেও বীজ-কীটনাশক কেনা যায়।’

জোড়পুকুরিয়া গ্রামের কৃষক আবুল কালাম আজাদ জানান, হানিফ উদ্দীনের বীজের গুনগত মান অত্যন্ত ভাল। এখন এলাকার মানুষের কাছে তার বীজের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই তার বীজ খুঁজছেন।

বামন্দীর বীজের ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম জানান, আমি বিভিন্ন কোম্পানীর বিভিন্ন ফসলের বীজ বিক্রি করে থাকি।কয়েক বছর যাবৎ হানিফ উদ্দীনের মসুর বীজ বিক্রি করছি। এই বীজটির মান ভাল হওয়ায় মসুরী চাষীদের মাঝে এখন চাজহদা বাড়ছে। কৃষকদের মাঝে মসুর বীজের সুনাম এখন ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের এলাকায়ও।

বর্তমানে হানিফ উদ্দীন নিজেই গড়ে তুলেছেন বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। সরকারীভাবে দেওয়া প্যাকেট জাত বীজ বিক্রি করেন সে। তাই এখন আর তাঁর উৎপাদিত বীজ অন্য কোনো প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে নিতে হচ্ছে না। চলতি মৌসুমে বারী ২৮ উফশী জাতের মসুর বীজ ২২ মন ভিত্তি বীজ তিনি বিপণন করেছেন।

হাড়াভাঙ্গা ব্লকের উপসহকারী কমিউনিটি কৃষি অফিসার মফিউল ইসলাম ডিকেন বলেন, কৃষক হানিফ উদ্দীন খুব ভাল মানের চাষী ও বীজ উদ্যোক্তা। যে কোনো বিষয়েই তিনি কৃষি অফিসের স্বরণাপন্ন হন তিনি।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছা. লাভলী খাতুন বলেন, মোঃ হানিফ উদ্দিন এ উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা ব্লকের গ্রামের একজন পরিশ্রমী ও সফল এসএমই কৃষক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাড়াভাঙ্গা ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। তিনি সবসময় নতুনজাত চাষে ও প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত বারি মসুর- ১৭ একটি প্রদর্শনী স্থাপন করেন। বর্তমানে হানিফ উদ্দীন একজন সফল কৃষকের পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তাও। ব্যক্তি উদ্যোগে কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ উৎপাদনের তেমন নজির এখানে নেই। অথচ হানিফ উদ্দীন বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি নিজের উদ্যোগে বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রও তৈরি করেছেন। কৃষক থেকে বীজ উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার এ নজির সত্যিই অনন্য।

গাংনীতে ৫ টি বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

গাংনী উপজেলার খাসমহল সীমান্ত থেকে ৫ টি ককটেল সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। ভারতীয় সীমান্তে আন্তর্জাতিক পিলার ১০৮/১ এস এর নিকটবর্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরের একটি পুকুরের মধ্যে থেকে কসটেপ মোড়ানো এই বোমা বস্তুগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

শুক্রবার দিবাগত (১০ জুন) রাত ১১ টার দিকে এই বোমা উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

আজ শনিবার (১১ জুন) দুপুরের দিকে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, খাসমহল গ্রামের আব্দুল হান্নানের একটি পরিত্যক্ত পুকুরে লালটেপ মোড়ানো বোমাগুলো প্রথমে বিজিবি সদস্যরা দেখে থানা পুলিশকে খবর দেন। পরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এএসআই আযম ও তার সঙ্গীয় ফোর্সসহ সেখানে গিয়ে এগুলো উদ্ধার করে পানিভর্তি বালতিতে রাখা হয়। এলাকায় আতংক তৈরী করতে কোনো দুস্কৃতিকারীরা এ গুলো রেখে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ওই এলাকায় দুটি পক্ষ বিবাদে জড়িয়ে উত্তেজনা তৈরী করেছেন। কোনো পক্ষ প্রতিপক্ষদের ফাঁসাতে এগুলো রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ওসি আব্দুর রাজ্জাক দুপুরেই এলাকায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে জানান তিনি।

গাংনীতে ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

গাংনী উপজেলার পশ্চিম মালশাদহ গ্রামে অভিযান চালিয়ে আকমল সুপার ব্রিকস নামের একটি ইটভাটাতে অভিযান চালিয়ে ভাটার ম্যানেজারকে ২০

হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী অফিসার ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ জুন) দুপুরের দিকে পশ্চিম মালশাদহ গ্রামের আকমল সুপার ব্রিকস নামের ওই ইটভাটার ম্যানেজার জয়নাল আবেদীনকে এ জরিমানা করেন তিনি।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী অফিসার ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম বলেন, ইটভাটা প্রস্তুত ও ভাটা নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ এর ১৫ এর ১(ক) ধারায় অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় তাকে এ জরিমানা করেন তিনি।

কৃষি জমি রক্ষার্থে ও বিভিন্ন সড়কে মাটি ফেলে যারা গণ উপদ্রব সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধেই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে। জনগণের ভোগান্তি লাঘবে উপজেলা প্রশাসনের এ অভিযান অব্যাহত থাকবেবলেও জানান তিনি।

গাংনীতে বসুন্ধরা সিমেন্টের খুচরা ব্যবসায়ীদের নিয়ে হালখাতা

বসুন্ধারা গ্রুপ সিমেন্ট সেক্টরের ডিজিএম পলাশ আক্তার বলেছেন, ব্যবসায়ী হিসেবে আপনারা মুনাফা করবেন। সেই মুনাফা যেনো ভাল জিনিস বিক্রি করেই আসে। আপনারা দেশ ও দেশের মানুষের কল্যানে ব্যবসা করবেন।

আজ বুধবার (৮ জুন) বেলা ৩ টার সময় গাংনীতে বসুন্ধরা সিমেন্ট ডিলার মেসার্স থ্রি আই এন্টারপ্রাইজ এর হালখাতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আপনার বন্ধু, আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা আপনার কাছ থেকে মালামাল কিনে থাকেন। তাই আপনাকে সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে তাদের কাছে আস্থা অর্জন করতে হবে। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি

আপনাদের(ব্যবসায়ীদের)দায়বদ্ধতা আছে। বসুন্ধরাগ্রুপের প্রতিটি পণ্য বাজারের সেরা। বিএসটিআয় কর্তৃক মান নিয়ন্ত্রিত। ভাল সিমেন্ট বলেই আপনারা গ্রাহকদের কাছে সিমেন্ট বিক্রি করুন। বিল্ডিং কোড মেনেই বাড়ি বানানোর পরামর্শ দেবেন। দায়ীত্ববোধের যায়গা থেকেই ভাল জিনিস বিক্রি করবেন।

গাংনীর মেসার্স থ্রি আই এন্টারপ্রাইজের স্বতাধিকারী মো: আরিফ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হালখাতা অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বসুন্ধরা গ্রুপ, সিমেন্ট সেক্টরের কুষ্টিয়া ডিভিশনাল (ডি.এস.আই) মোঃ জাফরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া এ.এস.এমমোঃ মামুন শিকদার ।

বসুন্ধারা গ্রুপ সিমেন্ট সেক্টরের টি.এস.এম মো: মাসুদ ছালা উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেসার্স থ্রি আই এন্টারপ্রাইজের অপর স্বতাধিকারী হুমায়ন কবীর ও নাজমুল হুদা ও গাংনী পৌর সভার ইঞ্জিনিয়ার শামীম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

এলাকার ৫ জন শ্রেষ্ট বিক্রেতাকে কোম্পানি প্রদত্ত উপহার ও অন্যান্যদের সাধারণ উপহার প্রদান করা হয়। হালখাতা অনুষ্ঠানে এলাকার মোট ৪০ জন খুচরা বিক্রেতা উপস্থিত।

গাংনীতে নোংরা রাজনীতির উত্থান!

রাজনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে ব্যক্তিগত আক্রোশের মধ্য দিয়েই নোংরা রাজনীতি শুরু হয়েছে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগে। যার ফলে সাধারণ মানুষ ও নতুন প্রজন্ম রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে বলে আশঙ্কা করছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তিরা।

সাম্প্রতিক সময়ে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও

নানাভাবে কটাক্ষ করে আসছেন। আমাকে নানাভাবে উস্কানিমুলক কথা বলে থাকেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তৃণমূল নেতারা বলছেন, প্রায় দেড় দশক ধরে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থায় অবস্থান করছিল। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও সাবেক সাংসদ মকবুল হোসেনের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারির ঘটনা ঘটেছে অসংখ্যবার। বিভক্ত রাজনীতির উত্তাপ ছড়িয়েছে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মধ্যে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে উপজেলা আওয়ামীলীগের কয়েকজন নেতা ও কর্মী জানান, আমরা এখন মুখ খুলতে পারবোনা। তবে এমপিকে বারবার উস্কানিমুলক কথা বলায় এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধানও চান এসব নেতাকমীরা।
বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল বলেন, এ ধরণের পরিস্থিতি তৈরী হওয়ায় তৃণমূল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলছে।
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন, গাংনীর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক এ পরিস্থিতি শান্ত করতে দলের নেতা কর্মীদের এক সাথে বসে সমাধান করা উচিৎ। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারণে এমনটি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

এ বিষয়ে কথা হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিনের সাথে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রগতিশীল উন্নয়ন চিন্তাভাবনা করায় রাজনীতির কাজ। একে অপরের ব্যক্তিগত আক্রমন করা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ। গাংনীর আওয়ামী লীগের রাজনীতি যেভাবে চলছে তাতে মানুষ রাজনীতি থেকে সরে আসবে। নতুন প্রজন্মও রাজনীতির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে। গাংনীর নেতাকর্মীদের এক অপরের প্রতি কটাক্ষ মন্তব্য ও ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে বেরিয়ে শিষ্টাচার মেনে রাজনীতি করার আহবান জানান তিনি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

বাংলাদেশ উভয় ক্যাটাগরিতেই শীর্ষ বিজ্ঞানীদের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাড়া এশিয়া ও বৈশ্বিক ক্যাটাগরিতেও তিনি চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেছেন।

সংস্থাটি সারা বিশ্বের ২০৬টি দেশের ১৩,৫৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ লক্ষেরও বেশি বিজ্ঞানীর সাইটেশন ও অন্যান্য ইনডেক্সের ভিত্তিতে গত ১০ অক্টোবর ২০২১ ইং বিশ্বব্যাপী এ তালিকাটি প্রকাশ করে।

এই তালিকায় সবচেয়ে মর্যাদার আসনটি প্রথম স্থানে ড. মো: আব্দুর রশিদের নাম ঘোষণা করেন সংস্থাটি।

প্রফেসর ড. মো: আব্দুর রশিদ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃষক আলী হোসেনের ছেলে।তিনি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিকে পাশ করে গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ ও ও মেহেরপুর সরকারী কলেজে পড়ালেখার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে সেখানেই চাকুরি করেন।

বর্তমানে এই কৃতিমান স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (এসইউবি)-এর ফার্মাসি বিভাগের উপদেষ্টা।

তথ্য ও ছবি জুলফিকার আলী কানন

গাংনীর পৃথক স্থানে সংঘর্ষে নারীসহ ৮ জন আহত

গাংনীর পৃথক তিনটি পল্লীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও পারিবারিক কলহের জের ধরে ৮ জন আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার সকালের দিকে কোদাইলকাটি, দুপুরের দিকে খড়মপুরে ও বিকালের দিকে মোহাম্মদপুর ও ধানখোলা গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন মোহাম্মাদপুর গ্রামের রাহিবুল ইসলাম ওরফে রকির স্ত্রী চাঁদনী খাতুন (২২), খরমপুর গ্রামের তৌহিদুল ইসলামের ছেলে মারুফ হোসেন (২৬), রেজাউল হকের স্ত্রীনাসিমা খাতুন (৫২),

সিরাজুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন (২৪), আব্দুল বারেক মোল্লার ছেলে আতিয়ার রহমান (৫৫), কোদাইলকাটি গ্রামের দসির উদ্দীনের ছেলে আবুল কাসেম ও মওলা বকস (৪৫) এবং ধানখোলা গ্রামের জমির উদ্দীনের ছেলে উজ্জল হহোসেন (৩০)।

মোহাম্মদপুর গ্রামের আহত চাঁদনী খাতুনের মা রেজিয়া খাতুন জানান, আমার মেয়ের বিয়ের পর থেকে তার শশুর মামুন হোসেন ও শাশুড়ি রাশেদা খাতুন নির্যাতন করে আসছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে চাঁদনীকে বিনা কারনে, তার শশুর ও শাশুড়ি মিলে বাইলিট দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে।

কোদাইলকাটি গ্রামের আহত কাশেমের স্ত্রী রোকাইয়া ◌ানান, সকালের দিকে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে জমি মাপতে যান স্থানীয় মাঠে। সেখানে আমার ভাসুর মওলা বকস, রমজান আলী ও তার ছেলে হক সাহেব মিলে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে। এসময় মওলা বকসও আহত হন।

এদিকে খড়মপুর গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে উভয় পক্ষের ৪ জন আহত হন। আহতরা সবাই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) শরীফুল ইসলাম জানান, আহতদের মধ্যে কয়েকজন ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিলেও অধিকাংশ প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

গাংনীর সেই মাদক ব্যবসায়ীর ১০ বছর কারাদন্ড

মেহেরপুরে ঝন্টু আহমেদ (৪০)নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাসের কারাদন্ড দিয়েছেন জেলা দায়রা জজ আদালতের বিচারক।

বুধবার (১ জুন) দুপুরে জেলা দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. ওয়ালিউল ইসলাম এ দন্ডাদেশ দেন।

দন্ডপ্রাপ্ত মাদক ব্যবসায়ী ঝন্টু আহমেদ জেলার গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের জমির উদ্দিনের ছেলে।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কাজীপুর বিওপি ক্যাম্পের একটি টীম ২০১৮ সালে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করে মামলা দিয়ে গাংনী থানায় সোপর্দ করেন।

অপরাধ প্রমানীত না হওয়ায় এই মামলায় অপর চার আসামিকে বেকুসুর খালাস দেওয়া হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালে ১ ডিসেম্বর গাংনী উপজেলার পীরতলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ঝন্টু আহমেদকে আটক করেন। ভারত থেকে ফেনসিডিল নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করছিলেন ঝন্টু আহমেদ।তার কাছ থেকে ৫০৩ বোতল ফেনসিডিল জব্দ হয়।

বিজিবির পক্ষ থেকে আটক ঝন্টুসহ পাঁচ জনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আইনে গাংনী থানায় মামলা দেয়া হয়।

দীর্ঘদিন মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষে বুধবার দুপুরে আসামিদের এ দণ্ড দেন আদালত। এ সময় বাকি চার আসামি দোষী প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন জেলা জজ কোটের পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য্য এবং আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।